গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা | ১৬ - ২২ জুন ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য পুঁজিবাদকে দায়ী করলেই হবে না

'নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে, নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে', বলে বক্তৃতাবাজি করলেই কি এসব দূর হবে? না, দূর হয় না। তা হলে এ সবের কারণ কী? এক কথায় বললে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা এর মূল কারণ। কিন্তু তাই বলে এটা অদৃষ্টবাদ নয়, যেন তা ঘটবেই! শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা থেকেই এসব অধোগতি আসছে। এ সমাজ যারা শাসন করছে, চালাচ্ছে, তাদের এই সমাজ থেকে যথেষ্ট লাভ হচ্ছে, এর থেকে সবরকম সুবিধা ভোগ করছে, তাই তারা এটা আর পাল্টাতে চায় না। কাজেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি-নৈতিকতার সাধনার তাদের দরকার নেই, বরং এগুলিকে তারা ভয় পায়। তারা এখন 'ঐতিহ্য' 'ঐতিহ্য' করে, আর যে করে হোক, লোককে ঠকিয়ে যে ক'দিন পারে লুঠ করে যেতে চায়। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি যেটা সমাজের মধ্যে আছে, সেটার তো একটা ক্রিয়া থাকবে। সেই বিরুদ্ধ শক্তিটা যদি সঠিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলত এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের ভূমিকা ঠিক মতো পালন করত, তা হলে সমাজে এই যে নৈতিক অবনমন ঘটছে, তার ওপর সংযম রক্ষাকারী একটা প্রভাব পড়ত। যেমন, এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন। আমি বলব, এ স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজার একটা ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। ... সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মোসাহেবি করে এক দল গোলামির মনোভাবকে বাড়িয়ে দিয়ে গেল। অন্য দিকে ছিল এ দেশের পুরনো ধুঁকে পড়া সামন্তী সমাজ— ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, জাতপাত, কুসংস্কারে

সাতের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঃ রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক প্রশ্নের উত্তরে গণদাবীকে বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ম অনুযায়ী অন্তত দুই থেকে তিন মাস আগেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের টালবাহানা, অন্য দিকে দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তৃণমূল যতটা সম্ভব ঘর গুছিয়ে ভোটে যাওয়ার পরিকল্পনায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা ঝুলিয়ে রাখে। সরকারের গড়িমসি ভাব দেখে যখন প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছিলেন নির্বাচন এখনই হবে না, ঠিক তখনই হঠাৎ পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য, বিরোধী দলগুলি যাতে প্রার্থী দিতে এবং প্রচার করতে না পারে। আমরা এই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা করছি। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই চলছে হামলাবাজি, এমনকি ইতিমধ্যেই প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ বাস্তবে অবলুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে শাসক দলগুলি সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে

দুয়ের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ডায়মন্ডহারবার এসডিও অফিসে মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন দলের জেলাপরিষদ প্রার্থীরা। ১০ জুন

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কেন সর্বনাশা, বুঝতে হবে সবাইকে

মাইক ব্যানার টাঙাতেই দুই তরুণ পুলিশ অফিসার এসে হাজির। কী নিয়ে সভা? বললাম, জাতীয় শিক্ষানীতি। বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে পথসভা? কেন? স্বল্প কথায় বিষয়টা বোঝাতেই বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁদেরই একজন বললেন, সর্বনাশ! কই, খবরের কাগজে, টিভিতে তো এ-সব খবর নেই!

ঠিকই তো, কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির নামে দেশের মানুষের ঘাড়ে কেমন শিক্ষানীতি চাপিয়ে দিচ্ছে, খবরের কাগজগুলি, টিভি চ্যানেলগুলি যদি তা তুলে ধরত, এ নিয়ে শিক্ষাবিদদের বক্তব্য প্রচার করত, চ্যানেলের সান্ধ্য আসরগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন আজগুবি বিষয় নিয়ে বিতর্কের ধোঁয়া না তুলে এই সব নিয়ে বিতর্ক হত, তা হলে সাধারণ মানুষও বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারত এবং তার ভাল-মন্দ বিচার করতে পারত। বাস্তবে বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যমগুলিতে তেমন কিছুই হয় না। পরিবর্তে তৃণমূলের কোন বড় নেতাকে ইডি তলব করতে পারে কিংবা অমুক নেতার কবে গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা, সিপিএম নেতারা তাদের আমলে দুর্নীতিকে কেমন করে চেপে রেখেছিল, সিপিএমের দুর্নীতির থেকে তৃণমূলের দুর্নীতি কত বেশি— এমন সব বিষয় নিয়েই চলে 'বিশেষজ্ঞদের' মত-বর্ষণ। যদি

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা

একের পাতার পর

ভোটাধিকার প্রয়োগকে বাস্তবিক অর্থে প্রহসনে পর্যবসিত করেছে। নীতিনৈতিকতার কোনও পরোয়া না করে ছাপ্পা ভোট দেওয়া, সর্বব্যাপী রিগিং, হুমকি, হামলা, খুনোখুনি, বিরোধী পক্ষকে দাঁড়াতেই না দেওয়া প্রভৃতির সাথে বিপুল পরিমাণ টাকা ছড়িয়ে তারা নির্বাচনে জেতে। সবকিছু মিলিয়ে নির্বাচন আজ আর জনমতের প্রতিফলন নয় বরং তা যে কোনও উপায়ে গদি দখলের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখেছে আবাস যোজনা নিয়ে পঞ্চায়েতে দুর্নীতির পাহাড়। এই পঞ্চায়েতের মেয়াদ কালেই ক'বছর আগে আমফান ঘূর্ণিঝড়ে সর্বস্ব হারানো মানুষের ত্রাণ নিয়ে ঘটেছিল চরম দুর্নীতি। সাধারণ মানুষ তাদের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে গ্রামস্তর পর্যন্ত ক্ষমতার তথাকথিত বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে যত বড় বড় কথাই বলা হোকনা কেন, এর মধ্য দিয়ে বাস্তবে দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। মানুষ দেখতে পাচ্ছে, কে দুর্নীতি করার ক্ষমতা অর্জন করবে তার জন্যই চলে পঞ্চায়েত দখলের প্রতিযোগিতা। তাই ক্ষমতাসীন এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার মধুলোভী ভোটবাজ দলগুলির মধ্যে পঞ্চায়েতের নানা স্তরে প্রার্থী হওয়ার জন্য এত কাড়াকাড়ি, মারামারি এমনকি খুনোখুনি পর্যন্ত হচ্ছে।

এস ইউ সি আই (সি) বহুদিন আগেই এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, গ্রামীণ মানুষের অভাব অভিযোগকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিক্ষোভ থেকে যাতে আন্দোলনের মানসিকতা গড়ে না ওঠে, তার জন্য শাসক শ্রেণি চায় এই বিক্ষোভকে চাওয়া-পাওয়ার স্তরে নামিয়ে আনতে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এই কাজে শাসক শ্রেণির একটি বড় হাতিয়ার। এর দ্বারা আসলে আমাদের দেশের পুঁজিবাদী প্রশাসনকে গ্রাম স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালুর আগে যে কাজগুলি সরকারি প্রশাসন করত, সেই ধরনের সমস্ত কাজগুলি এখন আমলাদের তত্ত্বাবধানে তথাকথিত স্থানীয় সরকারের দ্বারা করানো হচ্ছে। পঞ্চায়েতে কী কী কাজ হবে তা পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যরা কতটুকু ঠিক করতে পারে? বাস্তবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নীতি নির্ধারণের বদলে শুধু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নির্দেশগুলি রূপায়িত করার সংস্থায় পরিণত হয়েছে। একটি মাত্র কাজই তারা নিজ উদ্যোগে করতে পারে— তা হল সীমাহীন দুর্নীতি।

গ্রামের মানুষের অভিজ্ঞতা, কেন্দ্রের বা রাজ্যের সরকারগুলি দারিদ্র দূর করার জন্য কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা করে না। কিন্তু অভাবগ্রস্ত জনগণের জন্য তারা কত কাজ করছে তা দেখাতে নানা প্রকল্পের মাধ্যমে অতি সামান্য সাহায্য সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয়— যা দিয়ে তাদের অভাব মেটে না, কিন্তু পঞ্চায়েত বাবুদের কাছে অনুগত থাকতে হয়। তা নিয়েও হয় চরম দুর্নীতি। যাদের তা পাওয়ার কথা নয় তারা পায় এবং যাদের সত্যিই পাওয়া উচিত তারা বঞ্চিত হয়। আর রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য পঞ্চায়েতের ক্ষমতাসীন নেতারা দলবাজি তো করেই, সেই সঙ্গে প্রতিটি সাহায্যের জন্য আদায় করে কাটমানি।

সরকার যখন নানা রকম সাহায্যের নাম করে একদিকে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে তথাকথিত জনসমর্থন আদায় করছে, ঠিক তখনই চরম জনবিরোধী নীতিগুলিও তারা চালু করছে। সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিকৃতিকরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার যে সর্বনাশ করতে চাইছে, রাজ্য সরকারগুলি সেই নীতিকেই রাজ্যে রূপায়ণ করছে এবং শিক্ষা নিয়ে যারা ব্যবসা করতে চায় তাদের আস্থা অর্জন করছে। একইভাবে তারা স্বাস্থ্যের সামগ্রিক বেসরকারিকরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে।

গ্রামের মানুষের সবচেয়ে নির্ভরতা যে কাজে সেই কৃষিকাজ সরকারি নীতির ফলে সম্পূর্ণ অলাভজনক। ফসলের ন্যায্য দাম চাষিরা পায় না। অথচ চাষ করার সমস্ত উপকরণ— বীজ, সার, কীটনাশক, সেচের জল, ডিজেল ও বিদ্যুতের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। ফলে চাষিরা হাড়ভাঙা খাটুনির পরও ক্রমাগত আরও বেশি করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

গ্রামাঞ্চলে কর্মক্ষম মানুষের কাজ নেই। গ্রামীণ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে এবং এমনকি বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে। তারা জানে না সেখানে গিয়ে কী কাজ এবং কত বা মজুরি পাবে। পদে পদে পরিযায়ী শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছে। তবুও পেটের টানে গ্রাম ছেড়ে ভিন্ন প্রদেশে যাওয়ার জনস্রোত চলছেই।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তো গ্রামীণ জনসাধারণকে এই দুরবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারছে না। তাই আদ্যোপান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এই ব্যবস্থার প্রতি মোহের কিছু নেই। কিন্তু যেহেতু আপাত রাজনৈতিক পরিসরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থাকছেই, তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলাকে আমরা কর্তব্য বলে মনে করি। পঞ্চায়েতে যেখানেই আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি সেখানেই এই লড়াইও আমরা করে থাকি। নির্বাচিত হলে বা বোর্ড গঠন করলে আমাদের দলের উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আধারে আমরা কাজ করে থাকি। আমাদের দল সাধারণ মানুষকে এটাই বোঝায় যে, আমাদের জীবনের প্রতিটি সমস্যা সৃষ্টি হয়ে চলেছে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে। সত্যিই যদি এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয়, তা হলে সরকারের প্রতিটি জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্রতর করে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের অনুকূলে নিয়ে যেতে হবে।

সুষ্ঠু ও অবাধ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিশ্চিত করুন
নির্বাচন কমিশনারকে রাজ্য সম্পাদকের চিঠি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করার দাবি জানিয়ে ১২ জুন রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি বলেন,

আগামী ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট যে ভাবে ঘোষিত হয়েছে তা আমাদের বিস্মিত করেছে। ৯-১৫ জুন অর্থাৎ ১১ জুন রবিবার বাদ দিলে ৬ দিন এবং গড়ে প্রত্যহ ৪ ঘন্টা হিসাবে মোট ২৪ ঘন্টায় কয়েক লক্ষ প্রার্থীকে মনোনয়নের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। অথচ ঘোষণার পর দেখা গেছে বিডিও/এসডিও অফিস মনোনয়ন পত্র জমার কাজে প্রস্তুত নয়। বহু জেলায় প্রার্থীদের ফিরে যেতে হয়েছে। ফলে ঘোষিত কার্যকরী সময় পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়নি। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াতে জেলায় জেলায় শাসক দলের গুন্ডাদের বাধার ফলে সংঘর্ষ চলছে, অস্ত্র হাতে বিডিও চত্বরে তাদের দেখা যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে একজনের প্রাণহানি ঘটেছে। এই অবস্থায় পঞ্চায়েত নির্বাচন অতীতের মতই প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে বলে আমাদের আশঙ্কা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবি—১) মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও এক সপ্তাহ বাড়াতে হবে, ২) ডিএম দপ্তরে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে এবং অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ৩) সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা করতে হবে, ৪) সিভিক পুলিশ ও অস্থায়ী কর্মীদের নির্বাচন পরিচালনার কোনও কাজে ব্যবহার করা চলবে না, ৫) ভোটকর্মীদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গত বছরের মতো নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাউকে প্রাণ না দিতে হয়, ৬) বিরোধীরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রচার করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে, ৭) ভোটের দিনে ভোটাররা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে মতদান করতে পারে তার জন্য যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ও গোটা নির্বাচনে যাতে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ক্যানিংয়ে মনোনয়ন দাখিলে বাধা তৃণমূলের

১২ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ক্যানিং বিডিও অফিসে গোপালপুর ও নিকারিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ জন এসইউসিআই(সি) প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে গেলে তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডারা অফিসের মধ্যে পুলিশের উপস্থিতিতে তাঁদের কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে এবং মারধর করে বের করে দেয়। পুলিশ কোনও হস্তক্ষেপ করেনি। বিডিওকে জানালে তিনি আবার মনোনয়ন জমা দিতে বলেন। দ্বিতীয়বার প্রার্থীরা বিডিও অফিসে মনোনয়ন দিতে গেলে তৃণমূলের আরও বড় গুন্ডাবাহিনী আক্রমণ করে এবং প্রার্থী আজিজুল শেখকে ব্যাপক মারধর করে।

তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। দলের কর্মী রনি আখন্দকে মারধর করে তাঁর মোবাইল কেড়ে নেয়। পুলিশ, বিডিও, এসডিও-কে বারবার জানানো সত্ত্বেও তাঁরা কোনও ব্যবস্থা নেননি। দলের ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার এর তীব্র নিন্দা করে দাবি জানান, অবিলম্বে দলের সকল প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিলের ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে।

জীবনাবসান

পশ্চিম বর্ধমান জেলার মলানদিঘি গ্রামের এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড বারিদ রুইদাস ২৫ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে দলের কর্মী-সমর্থক-গ্রামবাসীদের মধ্যে গভীর বেদনা সৃষ্টি হয়।

১৯৮৩ সালে তিনি প্রয়াত কমরেড দিলীপ বোসের সংস্পর্শে এসে দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন। সর্পি মোড়ে তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের একটি মিটিং শুনে দলের কাজ প্রত্যক্ষ ভাবে শুরু করেন। অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যেও সংগঠনের কাজে সাহসের সাথে থেকেছেন। শাসক দলের কাছে মাথা নিচু না করায় ন্যায্য সরকারি সুবিধাও তাঁকে প্রশাসন দেয়নি। তৎকালীন সিপিএম সরকারের ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণের সামনেও সাহসের সাথে কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে মারাত্মক স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হন ও চলাফেরা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন মূল্যবান কমরেডকে হারাল।

কমরেড বারিদ রুইদাস লাল সেলাম

কলকাতা জেলার বড়িশা অঞ্চলে দলের কর্মী কমরেড মিনতি ব্যানার্জী ১৪ মে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রায় চার বছর অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁর বাসভবনে পৌঁছন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত ও দলের নেতা-কর্মীরা। বড়িশা-সরশুনা অঞ্চলের প্রায় সমস্ত কমরেড তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

চেতলার এক অরাজনৈতিক পরিবারে কমরেড মিনতি বড় হয়েছেন। বিবাহের পর তিনি দলের সান্নিধ্যে আসেন এবং অচিরেই নেতা-কর্মীদের কাছের মানুষে পরিণত হন। যে কোনও মানুষের সাথেই সহজ স্বাভাবিক ভাবে মিশে যাওয়ার প্রবণতা তাঁর ছিল এবং একাত্মও হতে পারতেন। ছোটদের কাছেও তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। দল ও নেতৃত্বের পরামর্শ যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করতেন তিনি।

যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন, পার্টি ও সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজে সময় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। একসময়ে বড়িশা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সম্পাদকের দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

৩০ মে তাঁর স্মরণসভায় কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী সহ কয়েকজন স্মৃতিচারণা করেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত ও কমরেড নভেন্দু পাল।

কমরেড মিনতি ব্যানার্জী লাল সেলাম

মালিকের স্বার্থবাহী কেন্দ্রীয় শ্রমনীতি আরএসএস-বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি মেনেই তৈরি

ইদানিং মাঝে মাঝেই রোজগার মেলার প্যান্ডেল খাটিয়ে প্রধানমন্ত্রী কিংবা অন্য কোনও মন্ত্রী কিছু কিছু নিয়োগপত্র বিলির চমক দিচ্ছেন। কিন্তু দেশে বেকারত্বের ভয়াবহতা এবং চাকরির অনিশ্চয়তা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা রাখতে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন বিএমএস কিংবা বিজেপির আদর্শগত অভিভাবক আরএসএসকেও মাঝে মাঝে দারিদ্র, বেকারত্ব প্রসঙ্গে দু'চারটে মন্তব্য করতে হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার সমীক্ষাই জানিয়েছিল, ২০১৭-১৮ সালেই ভারতে বেকার সমস্যা গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক এবং তা ক্রমবর্ধমান। ২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতির কথা দেশের মানুষ মনে রাখলেও তিনি এবং তাঁর সরকার তা এখন ভোলাতেই ব্যগ্র। এখন ২০২৪-এর ভোটকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী আগামী দেড় বছরে ১০ লক্ষ নতুন চাকরির ঢাক বাজাচ্ছেন। তাঁর চেষ্টা আগের প্রতিশ্রুতি ভুলিয়ে দেশের যুবসমাজকে নতুন করে প্রতারণা করা। যদিও এবারের প্রতারণা আরও মর্মান্তিক, আরও নিষ্ঠুর। করোনার মৃত্যুমিছিলের মধ্যেই মানুষের অসহায়তার সুযোগে পার্লামেন্টে কার্যত কোনও আলোচনা ছাড়াই পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছে চারটি শ্রমকোড, বিদায় জানানো হয়েছে ৪৪টি শ্রম আইনকে। এই শ্রমকোডের মাধ্যমে কবর রচিত হল বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই-সংগ্রামে অর্জিত শ্রমিক শ্রেণির অধিকারের। মালিকী অত্যাচার থেকে বাঁচতে শ্রম আইনের যতটুকু সুরাহা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাকে বাতিল করতে চালাকি ও ধূর্তামির আশ্রয় নিল সরকার।

পুঁজিপতিদের প্রয়োজনে সস্তা, অধিকারহীন শ্রমিকের জোগান সুনিশ্চিত করাই লক্ষ্য

বিজেপি সরকারের সুচতুর পরিকল্পনা সারা দেশ জুড়ে এমন শ্রমিক বাহিনী তৈরি করা, যারা চাকরির স্থায়িত্ব, বেতনের নিরাপত্তা ও সমস্ত সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার থেকে বঞ্চিত, শ্রম-দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি। কর্মসংস্থানের নামে উবের, ওলা-র চালক, জোম্যাটো, সুইগি, অ্যামাজনের ডেলিভারি এক্সিকিউটিভ, পার্ট টাইম সফটওয়্যার কর্মী অথবা পার্ট টাইম ইলেকট্রিশিয়ান-এর মতো সর্বক্ষেত্রে সকল অধিকারহীন নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোহীন এক নতুন শ্রমিক বাহিনী তৈরি করাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ভিশন ফর ২০৪৭'-এর মূল লক্ষ্য। এই সর্বাত্মক নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রকে রূপায়িত করতে বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন কর্পোরেট শিল্পগোষ্ঠী বেশিরভাগ নিয়মিত কর্মীকে ক্রমাগত 'গিগ'-কর্মীতে অর্থাৎ অস্থায়ী অথবা আংশিক সময়ের ভাড়া করা শ্রমিকে পরিণত করতে চাইছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মীর বদলে তাদের 'ওয়ার্কিং পার্টনার' নাম দিয়ে সামান্য কমিশনের বিনিময়ে দিনরাত খাটানো হচ্ছে। ফলে কর্মী হিসাবে ন্যূনতম প্রাপ্যটুকু দেওয়ার দায়ও মালিকদের থাকছে না। চরম বেকারত্বের কারণে দেশের যুব সমাজ বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হচ্ছে এই ধরনের কাজে যোগ দিতে।

এই অবাধ শ্রমিক শোষণের সুযোগই হল পুঁজিবাদী বিশ্বয়ানের কান্ডারি বিশ্বব্যাঙ্কের 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' বা ব্যবসার সহজ পরিবেশের মাপকাঠি। আর বিজেপি সরকার এই শোষণের সারিতে এগিয়ে থাকতে সস্তা-অধিকারহীন-দাবিহীন শ্রমিক জোগানোকে সুনিশ্চিত করছে। জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা, সরকারি সংস্থাকে জলের দরে বৃহৎ পুঁজিকে বিক্রি করে ও তাদের কোটি কোটি টাকা কর ছাড় দিয়ে এ দেশে গড়ে উঠছে দেশি-বিদেশি পুঁজির মুনাফার স্বর্গরাজ্য। বিজেপি সরকার বৃহৎ পুঁজির মুনাফা লালসাকে চরিতার্থ করছেন বলেই অর্থ, পেশি, প্রশাসন, প্রচার প্রভৃতির সমস্ত শক্তি নিয়ে পুঁজিপতিরা সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়াচ্ছে বিজেপি সরকারের পিছনে। আর ক্ষমতার মসনদের বিনিময়ে বিজেপি সরকার বৃহৎ মালিকদের মুনাফার ঝুলি ভরিয়ে দিতে যে-কোনও রকম শ্রমিক মারা পদক্ষেপ নিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করছে না।

আরএসএস-এর আসল আদর্শ পুঁজিপতিদের মুনাফা নিশ্চিত করা

মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফাকে যে কোনও মূল্যে সুনিশ্চিত করতে বিজেপির আদর্শগত অনুপ্রেরণা আরএসএস-এর মন্ত্র। নরেন্দ্র মোদির পরম পূজ্য গুরু গোলওয়ালকার বলেছেন — 'নিজের জন্য মুনাফাকে সুনিশ্চিত করতে না পারলে মানুষ তার ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতাকে বাস্তবায়িত করতে পারবে না'। আর মুনাফা তো শ্রমিক করে না, করে মালিক, অতএব আরএসএস-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মালিকের মুনাফার স্বার্থে শ্রমিকস্বার্থকে বলি দিতে বিজেপির অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এরই সাথে শ্রমিকদের সব ধরনের কষ্টার্জিত অধিকার হরণ করে যখন খুশি ছাঁটাই, লকআউটের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিজেপির সহায় গোলওয়ালকারের প্রদর্শিত পথই। তিনি বলেছেন 'আজ আমরা সর্বত্র অধিকারের দাবি শুনতে পাই। আমাদের সব রাজনৈতিক দলগুলিও সব সময় জনগণের অধিকারের কথা বলে তাদের মধ্যে অহমিকা জাগিয়ে তুলছে'। অধিকার চাওয়া হল শ্রমিকের অহমিকা! তাকে মুখ বুজে কর্তব্য পালনের উপদেশ দিয়েছেন গুরুজি।

তাই সারা দেশে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার হরণের আয়োজনে আজ গোলওয়ালকারের মন্ত্রই সংকটগ্রস্ত পুঁজির সেবাদাসদের হাতিয়ার। এই হাতিয়ারকে শাণিত করেই শ্রমিকদের ক্রমাগত মজুরি কমিয়ে ও সামাজিক সুরক্ষাকে ধ্বংস করে প্রতি বছর বৃহৎ মালিকদের পাঁচ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি কর ছাড় দেওয়াকে বিজেপি নেতারা 'দেশ ভক্তি'ই মনে করেন। পুঁজিপতিদের কর ছাড়ের জন্য সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রীর গুরুজি বলেছেন, কর বাড়লে উৎপাদনকারীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। তাদের গুরুজির কথা বিজেপি এ ক্ষেত্রেও অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। শুধু তাই নয়, শ্রমিকরা শোষণের স্টিম রোলারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে, অধিকার দাবি করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মঞ্চে বিন্দুমাত্র আওয়াজ তুললে, লড়াই গড়ে তুললে, গোলওয়ালকরের মতে তা হবে 'রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘাত ... যেমন শ্রমিক ও শিল্পপতির মধ্যে সংঘাত।' তাই গোলওয়ালকর খুবই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 'শ্রেণি সংগ্রামের ধ্বংসাত্মক ধারণাকে ... সফলভাবে ভারতীয় মতে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।' অর্থাৎ মালিকি জুলুম যত নিষ্ঠুরই হোক, মালিক-শ্রমিক সহযোগিতার জয়গানই গাইতে হবে। এই জয়গান শুধু মালিকেরই জয়গান— এ কথা বুঝতে কারওরই অসুবিধা হয় না। আরএসএস গুরুজি গোলওয়ালকর মালিকদের পরামর্শ দিয়ে বলেছেন 'প্রতিটি কারখানা অথবা শ্রমিক কলোনিতে একটি করে মন্দির তৈরি করে সাপ্তাহিক ভজন, পূজার্চনা, ধর্মীয় আলোচনা ও হরি-কথার আয়োজন করতে হবে।' যাতে শ্রমিকরা শোষণের জন্য মালিকের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে নিজের কপাল চাপড়ে, ভাগ্যকে দোষ দিয়ে দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়েই শান্ত হয়ে থাকে, তার ব্যবস্থা তিনি করতে বলেছেন। গুরুজির এই পরামর্শকে বেশিরভাগ শিল্পপতিই মেনে চলেন। ফলে বাড়ছে শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ। হিন্দু শ্রমিক, মুসলমান-খ্রিস্টান শ্রমিককে মালিকরা ধর্মের ভিত্তিতে লড়িয়ে দিতে পারছে।

বিজেপি-র উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি শ্রমিক শোষণের হাতিয়ার

গোলওয়ালকরজির অনুগত ভক্ত আরএসএস-এর প্রচারক নরেন্দ্র মোদি ২০০৭-এ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সেখানকার বাল্মিকী সম্প্রদায়, যাঁরা পুরুষানুক্রমে নিজের হাতে জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজ করেন, তাঁদের সম্পর্কে আইএএস অফিসারদের একটি সভায় বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না শুধু জীবিকা অর্জনের জন্যই তারা এ কাজ করে যাচ্ছেন। ... কোনও এক সময় তারা কেউ (বাল্মিকী সম্প্রদায়) এই মর্মে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিল যে ভগবান ও সমগ্র সমাজের সুখ প্রদানের জন্য এটা তাদের কর্তব্য। ভগবানের দেওয়া জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজ অন্তরের আধ্যাত্মিক কাজ হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দী তাদের চালিয়ে যেতে হবে।' অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণ করে বহু ধরনের কাজের যোগ্য হয়ে উঠলেও নরেন্দ্র মোদি সাহেব তাঁদের জঞ্জাল পরিষ্কারেই আটকে রাখতে চান।

বাল্মিকী সম্প্রদায়ের কেউ ভগবানের দ্বারা এমন করে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কি না, এটা জানা না থাকলেও মোদিজি যে আরএসএস গুরুদের দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয়েই এই ধারণা লালন-পালন করছেন তা আজ সুস্পষ্ট। এই হল তথাকথিত নিম্নবর্ণ সম্পর্কে আরএসএসের আসল মনোভাব। ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে হিন্দু ভোটকে করায়ত্ত করতে বিজেপি যেমন হিন্দু-

সাতের পাতায় দেখুন

'নেতাজি ও ক্ষুদিরামকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন সাভারকর' এ দাবি ইতিহাসের চরম বিকৃতি

অভিনেতা রণদীপ হুডা বিনায়ক দামোদর সাভারকরের একটি জীবনচিত্র তৈরি করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজেপি দলের কাছে সাভারকর জাতীয় বীর। সাভারকর প্রথম জীবনে ব্রিটিশবিরোধী হলেও পরবর্তীতে ব্রিটিশভক্ত হয়ে যান। 'স্বতন্ত্র বীর সাভারকার' নামে এই সিনেমায় তিনি বলেছেন, সাভারকর ছিলেন ব্রিটিশদের এক নম্বর শত্রু (মোস্ট ওয়ান্টেড ইন্ডিয়ান বাই দি ব্রিটিশ)। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং এবং ক্ষুদিরামের মতো বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি।

এই বক্তব্য শোনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন নেতাজি ও ক্ষুদিরাম বসুর পরিবারের সদস্যরা। ক্ষুদিরামের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র (গ্র্যান্ড নেফিউ) সুব্রত রায় বলেন, 'ক্ষুদিরাম ছিলেন বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য। তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন বসু এবং অরবিন্দ ঘোষের মতো নেতারা'। তিনি বলেন, সাভারকরের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এমন তথ্য 'আমি কোথাও পাইনি'।

নেতাজি পরিবারের সদস্য চন্দ্র বসু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'সাভারকরের আদর্শ নেতাজি ও ভগৎ সিংয়ের আদর্শের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নেতাজি, ভগৎ সিংরা লড়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য। আর সাভারকর দাবি করেছিলেন হিন্দু রাষ্ট্র, যেমন জিন্নার দাবি ছিল মুসলিম রাষ্ট্র। নেতাজি যে সাভারকরের চিন্তা-ভাবনার বিরোধী ছিলেন, সে বিষয়ে প্রচুর লেখা এবং বক্তৃতা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লিগের কাছ থেকে কারও প্রত্যাশা করার মতো কিছু ছিল না। বহু বক্তৃতায় নেতাজি জোরের সাথে বলেছেন, মহম্মদ আলি জিন্না এবং সাভারকরের কাছ থেকে পাওয়ার কিছু নেই। নেতাজি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী। নেতাজি পরিবারের এক সদস্য অভিজিৎ রায় বলেন, নেতাজি ও ভগৎ সিং ছিলেন বামপন্থায় বিশ্বাসী। অন্য দিকে সাভারকর ছিলেন চরম দক্ষিণপন্থী। শুধু চিন্তাধারাতে নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকর ছিলেন নেতাজি বিরোধী। নেতাজির আইএনএ যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে বার্মা ফ্রন্টের দিকে এগিয়ে আসছে, সেই সময় সাভারকর যুবকদের ট্রেনিং ক্যাম্প করছেন ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য। এগুলো ঐতিহাসিক তথ্য। অভিনেতা রণদীপ হুডার উদ্দেশে তিনি বলেন, এ ভাবে ইতিহাস বিকৃতি বন্ধ করুন।

(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া ১ জুন '২৩)

ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার আহ্বান মৈপীঠের সভায়

৭ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুলতলির মৈপীঠ নগেনাবাদ বাজারে কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে ৫ আগস্ট ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানিয়ে পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস সঞ্জয় মণ্ডল ও প্রকাশ মাইতি। লোকাল কমিটির সদস্য কমরেডস বাদল নস্কর, গৌরী মণ্ডল ও সুদর্শন মান্না।

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ গ্রাহক সমিতির

এগরা ঃ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেডের ১৮ এপ্রিলে প্রকাশিত ট্যারিফ অর্ডারে গৃহস্থ গ্রাহকদের ডিস-কানেকসান ও রি-কানেকশন চার্জ ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে এবং ফিক্সড চার্জ নেওয়া বন্ধ, মিনিমাম চার্জ প্রায় তিনগুণ করা সহ স্মার্ট মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে ৩১ মে পূর্ব মেদিনীপুরে গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার এগরা জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ডিভিশনাল ম্যানেজারের দফতরে চার্জবৃদ্ধির সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। পরে এক প্রতিনিধিদল দফতরে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন।

কৃষ্ণনগর ঃ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর বিদ্যুৎ সাপ্লাই অফিসে ৩০ মে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি অ্যাবেকা রিকানেকশন এবং ডিসকানেকশন ফি একশো টাকা থেকে পাঁচশো টাকা করা এবং ডোমেস্টিক ও কমার্শিয়াল গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মিনিমাম চার্জ তিনগুণ করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় এবং রিজিওনাল ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য লহিরউদ্দিন শেখ, জয়দীপ চৌধুরী, তপন ঘোষ প্রমুখ। বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির কালা সার্কুলার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি আশীষ সরকার।

দাবি আদায়ে পরিচারিকারা আন্দোলনে

৫ জুন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির এগরা শাখার উদ্যোগে এসডিও অফিসে বিভিন্ন দাবিতে

বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। বহু অসহায় দরিদ্র দুঃস্থ মহিলা পরিচারিকার কাজ করে কোনও রকমে সংসার প্রতিপালন করেন। তাঁদের স্বামীরা অনেকেই মদে আসক্ত। পরিবারগুলিতে অশান্তি দিনের পর দিন বাড়ছে। রেশনে যতটুকু চাল পেত সরকার তাও কমিয়ে দিয়েছে।

পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, রেশনে চাল, আটার পরিমাণ বাড়াতে হবে, গম সরবরাহ করতে হবে। মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করতে হবে এবং পরিচারিকাদের শ্রমিকের স্বীকৃতি সহ সপ্তাহে একদিন ছুটি, বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। অসহায় দুঃস্থ পরিবারগুলিকে অন্ত্যোদয় কার্ড দিতে হবে। এই সমস্ত দাবিতে মহকুমা শাসকের কাছে দাবিপত্র দেওয়া হয়। মহকুমা শাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তিনি রেশন কার্ডের অব্যবস্থা দূর করার জন্য খোঁজ নেবেন বলেছেন। শেষে এগরা শহরে একটি সুসজ্জিত মিছিল হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলানেত্রী অসীমা পাহাড়ি, এগরা শাখার পক্ষে সবিতা দাস, স্বপ্না মাইতি, মিনা সাউ, মর্জিনা বিবি প্রমুখ।

পত্রলেখকদের উদ্দেশে

গণদাবী পত্রিকা কয়েক বছর হল 'পাঠকের মতামত' বিভাগ চালু করেছে, অনেকে উৎসাহের সাথে লিখছেনও। কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখা দরকার— লেখাগুলো হওয়া উচিত সুনির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক ও যুক্তিভিত্তিক। পাঠকের মতামতের জন্য যে সীমিত পরিসর বরাদ্দ, সেটা বিবেচনায় রেখে স্বল্প আয়তনের লেখা পাঠান।

ধন্যবাদান্তে
ম্যানেজার, গণদাবী

রায়দিঘিতে শিক্ষা কনভেনশন

স্কুলপাঠ্য থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও তিনশো বছরের মুঘল ইতিহাস মুছে ফেলার প্রতিবাদে, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে এবং সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে ২৯ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় রায়দিঘির কোম্পানির ঠেকে সেভ এডুকেশন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা সোমা রায়। কনভেনশন থেকে খাড়ী হাই মাদ্রাসার শিক্ষক নূর আলম হালদারকে সভাপতি, বামদেব হালদারকে সম্পাদক, হিমাংশুশেখর দাশকে সহসম্পাদক এবং সাত্যকি হালদারকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের রায়দিঘী থানা সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

কনভেনশন শেষে কমিটির পক্ষ থেকে দিল্লিতে মহিলা কুস্তিগিরদের উপর নির্মম পুলিশি হামলার নিন্দায় বাজার এলাকায় একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়।

মিড ডে মিল কর্মীদের বিডিও অভিযান

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কোচবিহার-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে ১৩ দফা দাবিতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয় ৩০ মে। নেতৃত্ব দেন ব্লক সভানেত্রী মঞ্জু সাহা ও সম্পাদিকা পারুল বর্মন। উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক বিপুল ঘোষ, ইউনিয়নের জেলা সংগঠক রীনা ঘোষ।

মথুরাপুরে নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন

৩ জুন বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি মথুরাপুর চ্যাপ্টার, ঘোড়াদল বাজারে নজরুল

জন্মজয়ন্তী উদযাপন করে। আলোচনা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, সংবর্ধনা ও ক্যারাটে প্রদর্শনী হয়। এলাকার কৃতী ছাত্রছাত্রী ও খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে ৬ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন কমিটির সহ সভাপতি ও প্রাক্তন শিক্ষক তপন কুমার সামন্ত। কমিটির পক্ষ থেকে গরিব ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফ্রি টেক্সট বুক লাইব্রেরি করার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।

বীরভূমে স্থায়ী সেচের দাবি

ক্যানাল সংস্কার করে স্থায়ী সেচ ব্যবস্থার দাবিতে ২৯ মে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে কৃষকদের একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে বীরভূম জেলার সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার-এর দফতরে যায় ও সেখানে

বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি জমা দেন।

জেনেভায় আই এল ও সম্মেলনে এ আই ইউ টি ইউ সি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আইএলও-র ১১১তম সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছিল এআইইউটিইউসি। বক্তব্য রাখতে সংগঠনের পক্ষে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমর সিনহা। গত ১০ জুন এই সম্মেলনে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন (ছবি)।

তিনি বলেন, আমাদের দেশ সহ গোটা পৃথিবীতেই মালিকরা এখন নিজেদের খুশিমতো শ্রম-আইনগুলি ভঙ্গ করছে। মালিকদের স্বার্থে আইএলও-র সদস্য দেশগুলিতেও শ্রম-আইনগুলি পরিবর্তন করছে সরকার। কঠিন সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত শ্রমিক অধিকারগুলি একের পর এক হরণ করা হচ্ছে। শ্রমিকদের আট ঘন্টার বেশি কাজ না করার অধিকার বাস্তবে আজ দিবাস্বপ্নের রূপ নিয়েছে। স্থায়ী কাজের ধারণা পাল্টে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিভিত্তিক কাজ চালু করা হয়েছে।

চুক্তি শ্রমিকদের সমকাজে সমবেতন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। পেনশনের অধিকারসহ সমস্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি শ্রমিকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা এই নির্মম শোষণের সবচেয়ে বড় শিকার।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইএলও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন করেছে, কিন্তু সদস্য দেশগুলির অধিকাংশই কনভেনশনের সিদ্ধান্তগুলি প্রয়োগ করার দিকে কোনও নজর দিচ্ছে না। বিশেষ করে যৌথ দর-কষাকষির অধিকারটিকে তারা গুরুত্বহীন করে তুলেছে। বাস্তবে কনভেনশনগুলি নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। সভার কাছে আমার অনুরোধ, এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হোক এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

কমরেড সিনহার বক্তব্য শোনার পর সভার পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা ভারতীয় প্রতিনিধির উদ্বেগের অংশীদার। কনভেনশনের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য কোনও দেশকে আমরা বাধ্য করতে পারি না, আমরা শুধু তাদের অনুরোধ করতে পারি। যাই হোক, আপনার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হল।

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন সভায় চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা

সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও বিশিষ্টজনেরা

২৬ মে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য মেডিকেল ইউনিটের পক্ষ থেকে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মৌলালি যুবকেন্দ্রের কনফারেন্স হলে একটি আলোচনা সভা হয়। মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং বুদ্ধিজীবী।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা ডাঃ বিনায়ক সেন, বিশিষ্ট ক্যান্সার সার্জেন ডাঃ অরুণাভ সেনগুপ্ত, ডায়াবেটোলজিস্ট ডাঃ অভিজিৎ পাল, ডাঃ পি এস মণ্ডল, কলকাতা মেডিকেল কলেজের ইএনটি ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন প্রধান ডাঃ অশোক সাহা, বিশিষ্ট হ্যান্ড সার্জেন ডাঃ সুজয় রায়, নিউরোলজিস্ট ডাঃ ডি পি চক্রবর্তী, প্রখ্যাত ডেন্টাল সার্জেন ডাঃ অশোক মাইতি, মেক্সিলো ফেসিয়াল সার্জেন ডাঃ নূপুর ব্যানার্জি, অ্যানেস্থেটিস্ট ডাঃ তপন কুমার বসু, বাসন্তী দেবী গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা মৈত্রী বর্ধন রায়, শিবপুর বি ই কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অচ্যুত ঘোষ, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বি বি সরকার, সর্বজিৎ সিং সহ আরও অনেক স্বনামধন্য চিকিৎসক, জুনিয়র ডাক্তার ও নার্সিং ছাত্রছাত্রী এবং চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ। আলোচক ছিলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে একটি যথার্থ বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (সি)-কে গড়ে তুলতে গিয়ে এক অনন্য সাধারণ সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ আদর্শ মার্কসবাদকে কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের মাটিতে সৃজনশীল ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

মার্কসবাদ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয় নয়, এটি একটি জীবনদর্শন ও মহৎ আদর্শ— তাকে ভিত্তি করেই কমরেড ঘোষ এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-কে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি বিপ্লবী দল হিসেবে গড়ে তোলেন। বর্তমানে সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও সংকটের মধ্যে এক উন্নত নৈতিকতা ও রুচিসম্মত জীবন যাপনের পথ তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন, এ দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ও নবজাগরণের মনীষীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রাম করতে হবে। চিকিৎসক নার্স ও চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত সকলকে কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শের চর্চা করবার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত, কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত, কমরেড দেবাশীষ রায়, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ মণ্ডল এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরুণাভ সেনগুপ্তকে সভাপতি এবং ডাঃ কিসান প্রধানকে সম্পাদক করে শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে রয়েছেন স্বনামধন্য বহু চিকিৎসক, নার্স সহ বিশিষ্ট মানুষজন।

দক্ষিণ দিনাজপুরে শিশু-কিশোর শিবির

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ৩-৪ জুন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমসোমলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল শিশু-কিশোর শিবির। ৫৪ জন শিশু-কিশোর শিবিরে অংশ নেয়। গান, আবৃত্তি, পিটি, প্যারেড সহ আলোচনাতেও অংশ নেয় তারা। শিবিরে মূল আলোচক ছিলেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আহ্বায়ক কমরেড প্রভাস মণ্ডল, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড দীনেশ মহন্ত, কমসোমল রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী, রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড শুভেন্দু মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। জেলায় সংগঠনের কাজের বিস্তারে সঞ্জয় তিরকিকে ইনচার্জ করে ১০ জনের জেলা বডি গঠিত হয়।

‘যুব আন্দোলন ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা’ শীর্ষক আলোচনা সভা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বিপ্লবী যোদ্ধা, বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এআইডিওয়াইও হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে ১০ জুন রিষড়ায় ‘যুব আন্দোলনের দিশা ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা’ শীর্ষক আলোচনা সভা হয়।

প্রধান বক্তা ছিলেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। তিনি যুবজীবনের সমস্যাগুলি তুলে ধরে বিশ্লেষণ করে দেখান— শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মধ্যে এর সমাধান কোথায়, কী ভাবে নিহিত। সভায় উপস্থিত ছিলেন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড সঙ্গীতা ভক্ত এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমর চ্যাটার্জি।

কুমারগ্রামে আশাকর্মীদের সম্মেলন

৪ জুন আলিপুরদুয়ার জেলায় পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের দ্বিতীয় কুমারগ্রাম ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বারবিশা বিবেকানন্দ শিশু বিদ্যাপীঠ স্কুলে। সম্মেলনে ব্লক সভানেত্রী নির্বাচিত হন মহামায়া সরকার। সহ সভাপতি গৌরী সরকার ও শিল্পী তালুকদার, সম্পাদক ইলা রায়। সহ সম্পাদক নির্মলা পান্না ও লক্ষ্মী দাস, কোষাধ্যক্ষ সরস্বতী বিশ্বাস।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য বিপুল ঘোষ ও ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য রীনা ঘোষ। প্রতিনিধিদের আলোচনায় সম্মেলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আগামী দিনে শক্তিশালী লড়াই গড়ে তুলতে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করার শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

পাঠকের মতামত

এ ভারত চাই না আমি

আপসহীনধারার বীর বিপ্লবীরা যে দেশের জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চেনিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল, নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত আজকের ভারত তাঁদের স্বপ্নের দেশ নয়।

যে দেশে, প্রধানমন্ত্রী নারী নির্যাতনকারীকে সাথে নিয়ে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করেন, যে দেশে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগানের নিচে চাপা পড়ে যায় সাক্ষী মালিকের মতো হাজারো নারীর আর্তনাদ, যে দেশে খেলোয়াড়রা খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়াত ভয় পায়, ক্রিকেটাররা যুব সমাজকে খেলা দেখার বদলে জুয়া খেলায় উৎসাহিত করে— সে দেশ আমার নয়।

অরূপ মণ্ডল, মুর্শিদাবাদ

প্রতিহিংসামূলক, ন্যক্কারজনক

নাবালিকা সহ অন্যান্য মহিলা কুস্তিগিরদের ওপর যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ও রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে গ্রেপ্তারের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্তর্জাতিক পদকপ্রাপ্ত কুস্তিগিররা ৩৫ দিন ধরে শান্তিপূর্ণ ধরনা চালিয়েছেন। তাঁদের সমর্থনে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং কিছু সংগঠন মুখর হয়েছে। কলকাতা সহ অন্যত্রও ক্রীড়াপ্রেমী ও ক্রীড়াবিদরা সংহতি মিছিল সংগঠিত করেছেন। সংযুক্ত কিষান মোর্চাও এদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। ক্রীড়াবিদদের ডাকা মহিলা সম্মান মহা পঞ্চায়েত বানচাল করতে দিল্লি পুলিশের এক বিশাল বাহিনী এসে তাদের টেনে-হিঁচড়ে মাটিতে ফেলে নিগ্রহ করে এবং গ্রেপ্তার করে কার্যত বাসের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ধরনা মঞ্চ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনার ভিডিও দেখে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা পর্যন্ত একে প্রতিহিংসামূলক ও ন্যক্কারজনক আখ্যা দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মদন লোকুর, বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ, বিচারপতি এ কে সিক্রি সহ বহু আইনবিদই বলেছেন, যে ধরনের অভিযোগ উঠেছে, সরকার আইন মানলে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য।

পূর্বতন বিচারপতিদের এই সব মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আইনের ধার ধারে না। শুধু তাই নয়, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে বাঁচাতে অভিযোগকারীদেরই নির্যাতিত হতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, বিজেপির বহু নেতা, বিধায়কের বিরুদ্ধেপ্রায়শই ধর্ষণের অভিযোগ উঠছে এবং তাদের শাস্তির পরিবর্তে তাদের ধর্ষণের সপক্ষে সাফাই গাওয়া হচ্ছে। বিলকিস বানুর ধর্ষকদের বিজেপি মাথায় তুলে নেচেছে। বোধহয় তারা এটাই বলতে চায় আইন নয়, নীতি নৈতিকতা নয়— তারা যা করবে তাকেই মেনে নিতে হবে। বিজেপি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে তারা বিন্দুমাত্র বিরোধিতা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। তাদের মতের বিরোধী বহু বুদ্ধিজীবীকে তারা হয় খুন করেছে, নয় জেলে পুরে রেখেছে। অথচ বিদেশে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ান সাজেন।

যদিও গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা এই দুটি শব্দই ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। পুঁজিবাদের রক্ষক সরকারগুলোর কাছে গণতন্ত্র মানে— পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণ করার অধিকার। মন্দা আক্রান্ত পুঁজিবাদকে টিকে থাকতে হলে তাকে ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নিতেই হবে। ফ্যাসিবাদ মানে শুধু নির্যাতন নয়, এ হল মনুষ্যত্ব বিনাশকারী একটি ব্যবস্থা। এ মানুষকে মানুষ হতে দেয় না। তাই প্রতিবাদ দেখলেই সে আঁতকে ওঠে। সে জানে মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানুষই প্রতিবাদ করে, আন্দোলন করে। আর আন্দোলনের পথেই গড়ে ওঠে মানুষের চেতনা যে, পুঁজিবাদই তাদের সকল সমস্যার উৎস। তখন তারা চায় পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে। তাই আন্দোলন তা যত ছোটই হোক, যে চরিত্রেরই হোক তা পুঁজিপতিদের ঘুম কেড়ে নেয়। তাই তাদের সেবাদাস সরকার চেষ্টা করে আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে।

গুণাধীশ দাস, বীরভূম

টোটো চালকদের আন্দোলনের জয় জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়িতে সারা বাংলা ই-রিক্সা টোটো-চালক ইউনিয়নের নেতৃত্বে শতাধিক টোটো-চালক ৩০ মে ডিএম দফতরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, প্রত্যেককে টিন নম্বর (টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) দিতে হবে এবং তাঁদের শহরে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। দাবি সংবলিত স্মারকলিপি প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ টিন নম্বর দেওয়ার দাবি মেনে নিয়েছেন এবং চালকদের শহরে প্রবেশের অনুমতিও দিয়েছেন। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের জলপাইগুড়ি ইনচার্জ বিজয় লোধ, এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক নাসিরউদ্দিন, জেলা সভাপতি জীবন সরকার প্রমুখ।

জাতীয় শিক্ষানীতি

একের পাতার পর

খবরের কাগজগুলি, চ্যানেলগুলি জনস্বার্থে এই গুরুদায়িত্ব পালন করত তবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে মানুষের কাছে হাত পেতে চাঁদা তুলে এমন পথসভার আয়োজন করতে হত না। তথাকথিত বড় রাজনৈতিক দলগুলি এই সর্বনাশা শিক্ষানীতি নিয়ে কার্যত নীরব।

বাস্তবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)ই একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির ক্ষতিকর দিকগুলি এক দিকে শিক্ষামহল অন্য দিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছে। মানুষকে বোঝাচ্ছে যে, এই ধ্বংসাত্মক জাতীয় শিক্ষানীতি যদি কার্যকর হয় তবে দেশের নিরানব্বই শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার নামে এমন জিনিসই পাবে, যা আসলে দুধের নামে পিটুলি গোলা জল।

হয়তো আপনি একজন ব্যস্ত মানুষ। হয়তো আপনি সরকারি কিংবা বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন, অথবা আপনার ছোটখাটো কোনও ব্যবসা রয়েছে, বা আপনি একজন দোকান কর্মচারী। সারা দিন আপনার ব্যস্ততায় কাটে। তাই আপনি মনে করেন, ওরে বাবা, জাতীয় শিক্ষানীতি? ওর আমি কী বুঝব? ও বোঝা আমার কাজ নয়। যারা বোঝার তারা বুঝুক। তা হলে আপনি বিরাট ভুল করে বসবেন। আপনি এই যে উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করছেন, যে জন্য অন্য কোনও কিছু সম্পর্কে খোঁজ রাখার আপনার সময় নেই বলে আপনি মনে করেন, সেই পরিশ্রম কেন করছেন? করছেন তো এই জন্য যে, ছেলেমেয়েরা যাতে ভাল শিক্ষা পায় তার পিছনে আপনার পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ ব্যয় করবেন। অথচ আপনার উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে সেই শিক্ষাটাকেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকার মিলে প্রহসনে পরিণত করে ফেলার ফন্দি এঁটেছে এই জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্যে দিয়ে। যেমন, স্নাতক স্তরকে তিন বছরের পরিবর্তে চার বছরের করে দেওয়া হচ্ছে এই নীতিতে। এর ফলে ছাত্রদের স্নাতক ডিগ্রির জন্য অতিরিক্ত এক বছর পড়তে হবে। ফলে এই কোর্সের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় যেমন করতে হবে তেমনই কলেজে শিক্ষকের সংখ্যা, ক্লাস রুমের সংখ্যা, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরির সংখ্যা বাড়াতে হবে। কিন্তু এ সবের বাড়তি খরচ কোথা থেকে আসবে জাতীয় শিক্ষানীতিতে তা একেবারেই বলা নেই। রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে এর অতিরিক্ত ব্যয় কলেজগুলিকেই সংগ্রহ করতে হবে। এমনিতেই কলেজগুলি শিক্ষক এবং পরিকাঠামোর সঙ্কটে ভুগছে। এর ফলে সঙ্কট আরও বাড়বে এবং পড়াশোনার মান নীচে নামবে। যথারীতি অভিভাবকরা বাধ্য হবেন অনেক বেশি খরচ করে বেসরকারি কলেজে যেতে। এই নীতির দ্বারা বাস্তবে শিক্ষার বেসরকারিকরণকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এই নীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিটি হয়ে যাবে এক বছরের। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই যে অজস্র বিশ্ববিদ্যালয়, তার বিপুল আয়োজন তা কি কেবল এক বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানোর জন্য টিকে থাকবে? ইতিমধ্যে বহু কলেজকেও তো স্নাতকোত্তর পড়ানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য স্নাতক বিভাগ খোলে তবে কলেজগুলির কী হবে? এ সব প্রশ্নের কোনও উত্তর জাতীয় শিক্ষানীতিতে নেই।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, তৃণমূল সরকার তো জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করছিল, হঠাৎ কী এমন ঘটল যে তারা সমর্থন শুধু নয়, একেবারে কার্যকর করা শুরু করে দিল? এ প্রশ্নের উত্তর কোনও তৃণমূল নেতা বা মন্ত্রীর কাছ থেকে না পাওয়া গেলেও সাধারণ মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে, তাদের সেই বিরোধিতা ছিল একেবারেই লোক দেখানো। নীতিগত ভাবে কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা তারা কখনওই করেনি। এই শিক্ষানীতি কী ভাবে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, কী ভাবে শিক্ষাকে অন্তঃসারশূন্য করে তুলছে, কেন এই নীতি সমাজের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে, কেন এর ফলে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে, কেন এই নীতির বিরোধিতা করা উচিত— এ সব কোনও কিছুকেই তারা জনগণের সামনে, কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারকদের সামনে স্পষ্ট করে বলেনি।

ঠিক যেমন লোকদেখানো বিরোধিতা করেছে সিপিএম। এ রাজ্যে তাদের নেতারা এই নীতির ভয়ানক বিরোধিতার ভাব দেখালেও তাদের হাতে যে একটি রাজ্যের পরিচালনার ভার রয়েছে, সেই কেরালায় তারা জাতীয় শিক্ষানীতিকে কার্যকর করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। অদ্ভুত ভাবে তৃণমূল এবং সিপিএমের যুক্তি এ ক্ষেত্রে হুবহু এক। তা হল, জাতীয় শিক্ষানীতিকে রাজ্যে কার্যকর না করলে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে পড়বে। অথচ শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত হওয়ায় প্রয়োজনে কেন্দ্রের সুপারিশ করা নীতির সোচ্চার বিরোধিতা করা এবং রাজ্যে তা প্রয়োগ না করে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ ও ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল বা কেরালার সিপিএম সরকার কিন্তু সে পথে হাঁটল না। পরিবর্তে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের শিক্ষার দায় কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে এই সর্বনাশা শিক্ষানীতিকেই কার্যকর হতে দিল। শুধু তাই নয়, তৃণমূল, সিপিএম বা বিজেপি সরকার কেউই কিন্তু পুরনো শিক্ষাব্যবস্থাটির কোথায় ত্রুটি, কেন তার পরিবর্তন করা দরকার, নতুন শিক্ষানীতি পুরনোটির থেকে কোথায় উৎকৃষ্ট তা দেশের মানুষকে, এমনকি শিক্ষাবিদ-শিক্ষকদেরও জানাল না বা কারও মতামত নিল না। একতরফা অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নতুন একটি শিক্ষানীতি ঘোষণা করে দিল।

এই অবস্থায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র দল যারা এই শিক্ষানীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরছে এর মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকগুলি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নীতি প্রত্যাহারে বাধ্য করতে হলে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী সহ সাধারণ মানুষকেও এই প্রতিবাদে সামিল হতে হবে। তার জন্য দরকার শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই শিক্ষানীতির ক্ষতিকারক দিকগুলি জানা, বোঝা এবং তার বিরোধিতা করা। শিক্ষাকে বাঁচানোর এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে সামিল হওয়াই অশিক্ষার হাত থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়।

নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য পুঁজিবাদকে দায়ী করলেই হবে না

একের পাতার পর

অন্ধ একটা সমাজ— যার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেই জাতি, তার যুব সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবধারা, অর্থাৎ মানবতাবাদী ভাবধারা, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সেই চেতনা যত আধখেঁচড়া অবস্থায়ই থাকুক, তার প্রভাব যতটুকু তাদের উপর পড়েছিল, তাতে এই যুবকেরা চনমন করে জেগে উঠেছিল। তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবনীশক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। তারা 'কেরিয়ার' নষ্ট করে বেরিয়ে এসেছিল। তারা ফাঁসির ভয় করেনি। তারা লড়েছে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের মুক্তির জন্য। ...

স্বাধীনতা আন্দোলনের কত ত্রুটি, তা ছিল ধর্মভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলন, তা হিন্দু-মুসলমানকে এক করতে পারেনি, তা বিভিন্ন জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও গোষ্ঠীর মানুষকে একটা জাতি হিসাবে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। তাই আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে এক জাতি হলেও আজও বাঙালি, ওড়িয়া, বিহারি, তেলেগু, কানাড়ি, পাঞ্জাবি, হরিয়ানি— এইভাবে ভাগ হয়ে গেছি এবং এ এক ভীষণ ভাগ, কিছুতেই একে দূর করা যাচ্ছে না। ... আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বিপ্লববিরোধী আপসমুখী ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের এতসব ত্রুটি সত্ত্বেও তদানীন্তন প্রচলিত ভাবধারাগুলোর মধ্যে এবং প্রচলিত সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটা আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল বলে তার সংস্পর্শে কুঁকড়ে যাওয়া, মেরুদণ্ড বেঁকে ঝুঁকে-পড়া জাতির যুবকরাও অমিত তেজে খাড়া হয়ে গিয়েছিল। সেইসময় 'পরীক্ষায় টুকতে দিতে হবে' এ ধরনের অদ্ভুত দাবির কথা কেউ ভাবতে পারেনি। তা হলে সমাজে বিরুদ্ধ আদর্শে পরিচালিত আন্দোলনের শক্তির একটা ভূমিকা আছে বৈকি।

তাই কংগ্রেসি রাজনীতি ও পুঁজিবাদী শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পুরনো ভাবনা-ধারণা, পরম্পরা, চিন্তা, ঐতিহ্যবাদ, জাতপাতের মানসিকতা জাতিকে যতই কূপমণ্ডুক করে তোলার চেষ্টা করুক এবং যতই অধঃপতন আনবার চেষ্টা করুক, কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী আন্দোলনের শক্তির আদর্শগত ভিত্তি যদি মজবুত থাকত, নীতি-নৈতিকতার ধারণা যদি উঁচু থাকত, শুধু বড় বড় ধার করা কথা যদি না থাকত, তা হলে তার উপর তো একটা সংযম নিশ্চয়ই থাকত। তাই আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, পশ্চিমবাংলায় যখন যুব সমাজের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক প্রবল বেড়ে গেল, তখন যুবকদের নৈতিক মানের অধোগতির উপর তার তো একটা প্রভাব পড়বে। সেখানে তো একটা সংযম আসবে। বুঝে হোক, না বুঝে হোক, একটা বড় জিনিসের চর্চা করতে থাকলে তার প্রভাবে মানুষ খানিকটা উন্নত হয়। তা না হলে বুঝতে হবে, তাদের রাজনীতির মধ্যে কোথাও একটা বিরাট গলদ আছে। কারণ, এই রাজনীতিতে সকলে লাফাতে লাফাতে আসে, এসেই কোমর দোলাতে থাকে, উচ্ছৃঙ্খল হয়, কাপুরুষের মতো আচরণ করে, হিংসা মারামারির ঝোঁক বাড়ে, দায়িত্ববোধ চলে যায়, কর্তব্যে অবহেলা বাড়ে। এ কী কথা! তাদের সংস্পর্শে মানুষ যেমন লড়তে আসবে, তেমন কাপুরুষোচিত আচরণকে ঘৃণা করতেও তো শিখবে, তাদের রাজনীতির স্পর্শ নৈতিক অবনমনের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। কই, তা তো হচ্ছে না! তা হলে? তা হলে কোথাও একটা বিরাট গলদ আছে। সেই গলদটা আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি।

আমরা তার জন্য বলছি, শুধু পুঁজিবাদকে দোষ দিলে হবে না। পুঁজিবাদের এই যে অবক্ষয়, তাকে রোখবার জন্য বিরুদ্ধ শক্তির যে ভূমিকা সেটাও বিচার্য বিষয়। কারণ, যার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তার চরিত্র তো উদঘাটিত। তাই সচেতনভাবে কংগ্রেসও বলে না যে, সে পুঁজিবাদের সেবা করবে। সেও লজ্জা পায় এ কথাটা খোলাখুলি বলতে। তাকেও ঘোমটার আড়াল নিয়ে বলতে হয়, সে সমাজতন্ত্র আনবে, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করবে, পুঁজিবাদের সেবা করবে না। তো এ হেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করার দরকার নেই। যদিও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শুধু ভাসাভাসা দু-একটা কথা বুঝলেও হবে না। তাকে আঘাত করে ফেলে দিতে হলে তার সম্বন্ধে কতকগুলো কথা বুঝতে হবে। সে সম্পর্কেও আমি কিছু কথা বলব।

যে পুঁজিবাদী দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষ আজ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হঠাতে চাইছে এবং জনগণের স্বার্থের অনুকূলে একটা রাজসত্তা কায়েম হওয়া দরকার বলে মনে করছে, সেখানে যেটা দেখা দরকার, সেটা হচ্ছে যে, যারা এটা করবে বলছে, তাদের রাস্তা ঠিক কি না। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে, 'বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, আপনি তো সি পি আই, সি পি আই (এম) প্রভৃতি বামপন্থীদের বেশি সমালোচনা করেন।' আমি বলি, হ্যাঁ, করিই তো। করি এই কারণে যে, লড়াই কার বিরুদ্ধে করতে হবে, জনতা মোটামুটি তার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝে। কিন্তু লড়াইয়ের রাস্তা কোন পথে, সেইখানে এই সমস্ত দলগুলো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

স্বাধীনতার পর দেশে কত লড়াই হল। একদিকে লড়াইয়ে মানুষ মরছে, কোরবানি হচ্ছে, তারপরে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? হতাশা আসছে, আর সাময়িক সেই হতাশার সুযোগে পুঁজিবাদ এবং তার শাসক দল শক্তিশালী হচ্ছে। কংগ্রেস যখন ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল, তখন যে বিরাট গণপ্রবাহ সারা ভারতবর্ষে এল, তাকে তারা ঠিক রাস্তায় প্রবাহিত করতে পারল না। কাজেই আন্দোলনের সামনে নেতৃত্বের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আন্দোলন করলে হবে না, শুধু বামপন্থী ঐক্য বললে হবে না। ঐক্য তো হয়, কিন্তু ঐক্য থাকে না কেন? ঐক্য কী করে থাকতে পারে? ঐক্য রাখবার জন্য সেই-ই চেষ্টা করবে, যে যথার্থ বিপ্লব চায়, পরিবর্তন চায়, লড়াইটাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তারা 'বিপ্লব বিপ্লব' খেলা করে, বিপ্লব করতে চায় না।

আমিও বিপ্লব বলি, তারাও বিপ্লব বলে, খাঁটিরাও বলে, মেকি বিপ্লবীরাও বিপ্লব বলে। সকলেই বলে, সংসদীয় রাজনীতিকে বিপ্লবের জন্য ব্যবহার করবে, তার জন্য তারা সরকারে যায়। বিচার তো করতে হবে যে, কে শুধুই বলছে, আর কে সত্যিই করছে! কে বিপ্লবটা সত্যিই মনে করে, আর কে বিপ্লবটা ভাঙিয়ে খেতে চায়! জনসাধারণের মধ্যে এই পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা তো তৈরি করতে হবে।

এইগুলো বিচারের জন্য এসে যায় নেতৃত্বের প্রশ্ন। সেটা বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্ন, জনগণের আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্ন। সেটা সংসদীয় গণতন্ত্রের নেতৃত্বের প্রশ্ন নয়। কাজেই এই আন্দোলনগুলোর সামনে এবং জনসাধারণের সামনে যারা নানারকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রেখেছে, তাদের সম্বন্ধে সমালোচনা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। আমি তাদেরও বলি, আমাদের রাজনীতি সম্পর্কে সমালোচনা কর। বলি, রাজনীতি নিয়ে সমালোচনা কর, কিন্তু গালাগালি কোরো না। যা নয়, তা বোলো না। যা বলি, সেটাকে তুলে ধরে দেখিয়ে দাও, আমাদের কোথায় ভুল। যদি ভুল থাকে, মেনে নেব। যদি না মানি, আমাদের তারা পরিত্যাগ করবে, আর কোনও কথা শোনার দরকার নেই। আর আমরা তাদের রাজনীতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছি, তারা তার জবাব দিক। যদি জবাব দিতে না পারে, তা হলে তা মেনে নিক।

উন্নত নৈতিক মান ও সঠিক রাস্তায় লড়াই চাই

শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড

ঝাড়খন্ডে এআইডিএসও-র শিক্ষাশিবির

সর্বহারার মহান নেতা ও এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে ঝাড়খন্ডের নানা এলাকায় শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

জামশেদপুর ঃ এআইডিএসও-র জামশেদপুর শহর কমিটির উদ্যোগে ২১ মে একটি শিক্ষাশিবির হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক সৌরভ ঘোষ। পরিচালনা করেন সংগঠনের জামশেদপুর শহর কমিটির সভাপতি শুভম ঝা। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সামসুল আলম, রাজ্য সভাপতি সমর মাহাতো ও সম্পাদক সোহন মাহাতো।

ঘাটশিলা ঃ সংগঠনের ঘাটশিলা লোকাল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষাশিবিরে প্রধান বক্তা ছিলেন সৌরভ ঘোষ। ঘাটশিলা ও পার্শ্ববর্তী মুসাবনী, চাকুলিয়া, ডুমুরিয়া ইত্যাদি এলাকার ছাত্রছাত্রীরা শিবিরে অংশ নেন।

বোকারো ঃ সংগঠনের বোকারো ইউনিটের পক্ষ থেকে ২৯ মে আয়োজিত শিক্ষাশিবিরে প্রধান বক্তা ছিলেন সোহন মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন বোকারো জেলার ইনচার্জ প্রদীপ যাদব।

জনজীবনের নানা দাবিতে
পুরুলিয়ায় বিক্ষোভ

পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার রঘুনাথপুর পৌরসভার প্রতি ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ, রঘুনাথপুর বাস স্ট্যান্ড, ক্ষুদিরাম চক, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সহ জনবহুল এলাকাগুলিতে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, শহরের বেহাল রাস্তাগুলি মেরামত, গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে অর্থ প্রদানে টালবাহানা বন্ধ, বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা নিয়মিত দেওয়া, ট্রেড লাইসেন্সের বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহার, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বাড়ানো, যথাসময়ে আউটডোরে ডাক্তার বসা, সিটি স্ক্যান, ল্যাপরোস্কোপি চালু সহ আট দফা দাবিতে ৪ জুন এসইউসিআই(সি) রঘুনাথপুর শহর লোকাল কমিটির নেতৃত্বে মহকুমা শাসকের দফতরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মিছিল মহকুমা শাসক দফতরে পৌঁছলে সেখানে বিক্ষোভ সভা হয়।

বক্তব্য রাখেন দলের সংগঠক স্বদেশপ্রিয় মাহাত। এরপর পাঁচ সদস্যদের এক প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেন। মহকুমা শাসক দাবিগুলোর যৌক্তিকতা বিচার করে সমাধানের আশ্বাস দেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন রঘুনাথপুর শহর লোকাল কমিটির সম্পাদক বন্দনা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন কমরেডস দয়াময় ব্যানার্জী, শৈলেন বাউরি, অনিতা মাহাত প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় শ্রমনীতি

তিনের পাতার পর

মুসলিম বিভেদকে উস্কে দিচ্ছে, অন্য দিকে উদার সাজতে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগান দিচ্ছে, 'সবকা সাথ-সবকা বিকাশ' আওয়াজ তুলছে। আবার বিজেপি রাজস্থানে সরকারে থাকার সময় '৯০-এর দশকের শুরুতে জয়পুর হাইকোর্টের সামনে মনুর মূর্তি স্থাপন করেছে। যে মনুর দর্শন নারীকে নরকের দ্বার বলেছে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে উচ্চবর্ণের সেবাদাস রাখতে চেয়েছে, গোলওয়ালকরদের মন্ত্রে দীক্ষালাভ করে আরএসএস-বিজেপি ভারতকে মনুস্মৃতির বিধানে শাসন করতে চাইছে।

মনুস্মৃতির ভাবধারাতে বিজেপি-আরএসএস নেতারা এ দেশের মেহনতি মানুষকে যে গড়ে তুলতে চান, তার প্রমাণ মেলে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে নারী শ্রমিকদের দুরবস্থায় এবং নারী ও দলিত সম্প্রদায়ের উপর অমানবিক ব্যবহারে, প্রমাণ মেলে বিজেপি সরকার কর্তৃক দেশজুড়ে শ্রমিক শাসনের ব্লু-প্রিন্ট রচনা ও তার দ্রুত রূপায়ণে। এই সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র কার্যকরি হলে জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্যত্বের ওপর নেমে আসবে ভয়াবহ আক্রমণ।

কিন্তু আশার কথা, ভারতের মেহনতি মানুষ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করছেন। ভরসার কথা, লাগাতার কৃষক আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল হয়েছে। বিজেপি সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে দিকে দিকে প্রতিরোধ। এই আন্দোলনগুলোকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে অসংখ্য গণসংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলতে হবে। এই গণসংগ্রাম কমিটিগুলোর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী দৃঢ়পণ লড়াইয়ের মাধ্যমে বিজেপি সরকারের শ্রমিক শোষণের নীল নকশাকে পরাস্ত করা সম্ভব।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ঝাড়খন্ড রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন এআইডিএসও-র

ঝাড়খন্ডে এবার থেকে স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে গেলে কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট (সিইউইটি) পাশ করতে হবে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে এই নিয়ম চালু করতে চলেছে ঝাড়খন্ড রাজ্য সরকার।

এআইডিএসও এই সিদ্ধান্তকে ছাত্রস্বার্থবিরোধী বলে চিহ্নিত করে ৩১ মে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দিয়েছিল। সংগঠনের মতে, সিইউইটি প্রক্রিয়া সাধারণ পরিবারের গরিব, মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে ঠেলে দেবে। পাশাপাশি, জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে কলেজগুলি থেকে ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাস বাদ দেওয়ারও প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। এ দিন জামশেদপুর, ঘাটশিলা, সরাইকেলা, পশ্চিম সিংভূম, রাঁচি সহ রাজ্যের সর্বত্র কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কর্মসূচিগুলিতে সংগঠনের রাজ্যস্তরীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভোজ্য তেলের ব্যবসায়ীদের স্বেচ্ছাচার বিজেপি নেতাদের প্রশ্রয় ছাড়াই?

খবরে প্রকাশ, মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ভোজ্য তেলের দাম কমানোর জন্য সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু তারা দাম কমায়নি। তাই ২ জুন দাম কমানোর নির্দেশিকা আবারও জারি হল সরকারের তরফে। সরকার বলেছে, সূর্যমুখী, সয়াবিন সহ অধিকাংশ তেলের সর্বোচ্চ খুচরো দাম (এমআরপি) অবিলম্বে লিটারে ৮-১২ টাকা কমাতে হবে। প্রশ্ন হল, দু'মাস আগে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমেছে। সরকার দু'মাস আগে দাম কমানোর নির্দেশ দিল না কেন? সরকারি কর্তারা কি ঘুমোচ্ছিলেন? অথচ দাম বাড়াতে তো এত সময় লাগে না। বিশ্ববাজারে একটু বেড়েছে কি বাড়েনি, সঙ্গে সঙ্গে লোকসানের নাকি-কান্না কেঁদে তেলের দাম বাড়িয়ে দেয় দেশীয় তেল কোম্পানিগুলি।

এখন বিশ্ববাজারে ভোজ্য তেলের দাম কমায় কমছে তেল আমদানির খরচ। উৎপাদন শুল্কও ছাঁটা হয়েছে। ফলে চাইলেই দাম কমাতে পারে তেল সংস্থাগুলি। তা সত্ত্বেও তারা চড়া দামে বিক্রি করছে ভোজ্য তেল। দেদার মুনাফা লুটে চলেছে তারা। গরিব-নিম্ন আয়ের মানুষের 'ভাতে ভাত খাওয়া'-তেও বাদ সাধছে এই মুনাফাবাজরা। সরষের তেলের আকাশচুম্বী দামেও নাজেহাল জনসাধারণ।

তথ্য বলছে, গত দু'মাসে বিশ্বে ভোজ্যতেলের দাম কমেছে প্রতি টনে ১৫০-২০০ ডলার। তা হলে এখনও দেশের বাজারে তার প্রভাব পড়ছে না কেন? তেল বিক্রেতা সংস্থাগুলি কী ভাবে দাম বাড়িয়ে রেখে মুনাফা করতে পারছে? শাসক নেতাদের প্রশ্রয় তথা চোখ বুজে থাকা ছাড়াই কি এই স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যেতে পারছে ভোজ্য তেলের ব্যবসায়ীরা? বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা নিশ্চয় এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন!

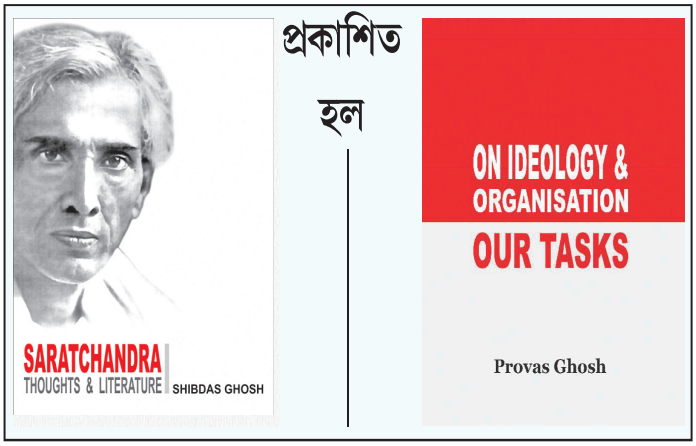

চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে এআইডিএসও-র ডাকে বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান

এ রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ মেনে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স 'কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক' চালুর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে এবং উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে ৬ জুন রাজ্যব্যাপী 'বিশ্ববিদ্যালয় চলো' কর্মসূচি পালন করল এআইডিএসও।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সভায় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর বিরুদ্ধে আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল, বিক্ষোভ, অবস্থান কর্মসূচি, সভা করেছি এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে সুনির্দিষ্ট মতামত জানিয়েছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিটি জেলায় শত শত ছাত্রছাত্রী মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, চার বছরের মধ্যে প্রথম বছরের পরই থাকবে 'মাল্টিপল এন্ট্রি ও এক্সিট'-এর ব্যবস্থা।

বলা হয়েছে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন ছাত্র স্নাতক কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রেডিট সংগ্রহ করতে পারবে। এই ভাবে রাজ্য সরকার ইউজিসি কর্তৃক স্নাতক স্তরে 'কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক' চালু করছে, যা আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিকেই রাজ্যে বাস্তবায়িত করছে। আমরা মনে করি, রাজ্য সরকারের এই ঘোষণার মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা-বাজারের ক্রেতায় পরিণত করার সামগ্রিক পরিকল্পনা রয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সকে চার বছরের কোর্সে পরিণত করে ছাত্রছাত্রীদের আরও ১ বছরের বাড়তি খরচের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বাড়বে ড্রপ আউট। আর্থিক কারণ সহ যে কারণগুলির জন্য একজন ছাত্রছাত্রী মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, সেই সমস্যা সমাধানের কোনও পদক্ষেপ না করে বাস্তবে বিভিন্ন নামে সার্টিফিকেট দিয়ে ড্রপ আউটকেই বৈধতা দেওয়া হল। এই পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষার মান সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে, কলেজগুলি পরিণত হবে পরিকাঠামোহীন ডিগ্রি কেনা-বেচার জায়গায়। মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শিক্ষার বেসরকারিকরণ হবে, তেমনি উচ্চশিক্ষার প্রাণসত্তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাজের কোনও মতামত ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকারের এই ছাত্র স্বার্থবিরোধী নীতি চালু করছে রাজ্য সরকার।

পাশাপাশি, রাজ্যের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অধীনস্থ কলেজগুলোতে নিয়মিত পঠন পাঠন, পরীক্ষা নেওয়া, ফলপ্রকাশ, স্কলারশিপ ও গবেষণার সমস্যা সহ বহু প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উপাচার্য নিয়োগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও প্রতিনিধি না রেখে চূড়ান্ত আমলাতান্ত্রিকতা কায়েম করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এআইডিএসও ২১-২৭ জুন সারা ভারত প্রতিবাদ সপ্তাহ কর্মসূচি পালনের ডাক দিয়েছে।

ফ্লাইওভারের দাবিতে রেল দফতরে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরে পাঁশকুড়া রেল ক্রসিংয়ে অবিলম্বে ফ্লাইওভার নির্মাণ, তা না হওয়া পর্যন্ত লাইন বরাবর তমলুক পুল (বালিডাংরী) পর্যন্ত লিঙ্ক রোড তৈরি, কনকপুরে টিকিট কাউন্টার চালু সহ বিভিন্ন দাবিতে ৯ জুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গণডেপুটেশনে সামিল হন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ, পাঁশকুড়া শাখার নেতৃত্বে দু'শোর বেশি নাগরিক। ২৬ মে নাগরিক কনভেনশন হয়। নেতৃত্ব দেন মঞ্চের শাখা-সভাপতি দেবদুলাল ঘোড়াই, যুগ্ম সম্পাদক তপন নায়ক ছাড়াও শহিদ খান, ফিরোজ খান, সুনীল জানা প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com